শিক্ষা ও নাগরিকতা

ইউনিট-১

Education and Citizenship

ভূমিকা

শিক্ষা সভ্যতার মাপকাঠি। শিক্ষা গ্রহণ চলে দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত অর্থাৎ জীবনব্যাপী। সার্বিক কল্যাণ ও শান্তির জন্য শিক্ষার বিকল্প কিছু নেই। মানব সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে জ্ঞান চর্চা অত্যাবশ্যক। উল্লেখ্য যে, আল-কোরআনের প্রথম আহবান হচ্ছে-ইক্‌রা, অর্থাৎ পড়, জ্ঞান অর্জন কর। আর এ কারণেই বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে জ্ঞান সাধনাকে ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নাগরিক জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। সুশিক্ষিত নাগরিক দেশ ও জাতির মূল্যবান সম্পদ। শিক্ষার মধ্যদিয়েই একজন মানুষ আদর্শ নাগিরক হিসেবে গড়ে উঠে। শিক্ষা ছাড়া নাগরিক রাষ্ট্রের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে পারে না। শিক্ষা মানুষকে যোগ্য নাগরিকরূপে জীবন যাপন ও চিন্তা করতে শিখায়। শিক্ষা যখন প্রতিটি মানুষের দেহ ও মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, কেবল তখনই একটি দেশে আদর্শ নাগরিক গোষ্ঠী গড়ে উঠে।

শিক্ষা ও নাগরিকতা শীর্ষক ইউনিটের আলোচনা নিম্নরূপ ৫টি পাঠে বিন্যস্ত করা হয়েছেঃ

- *পাঠ-১ঃ শিক্ষা*
- *পাঠ-২ঃ সিভিক এডুকেশন*
- *পাঠ-৩ঃ দূরশিক্ষণ*
- *পাঠ-৪ঃ নাগরিকতার স্বরূপ*
- *পাঠ-৫ঃ সুনাগরিকের গুণাবলী ও বিশ্ব নাগরিকতা।*

পাঠ -১

শিক্ষা
Education

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শিক্ষার বুৎপত্তিগত অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সংকীর্ণ ও ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষির বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।

শিক্ষার বুৎপত্তিগত অর্থ

বুৎপত্তিগত অর্থে শিক্ষা হল জ্ঞানার্জনের প্রয়াস।

'শিক্ষা' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে সংস্কৃত 'শাস্' ধাতু থেকে। 'শাস্' ধাতুর অর্থ হল 'শাসন করা', 'নিয়ন্ত্রণ করা', 'নির্দেশ দেওয়া, তিরস্কার করা', উপদেশ দেয়া', ইত্যাদি। অন্যদিকে শিক্ষা শব্দের সমার্থক 'বিদ্যা' শব্দটির উদ্ভব হয়েছে সংস্কৃত 'বিদ্' ধাতু থেকে। 'বিদ্'-এর অর্থ জানা বা জ্ঞান অর্জন করা। তাহলে বুৎপত্তিগত অর্থে শিক্ষা হল জ্ঞানার্জনের প্রয়াস। তবে বাংলা ভাষায় 'শিক্ষা' শব্দটির দ্বারা নানা অর্থ প্রকাশ পায়। 'শিক্ষা' শব্দটির দ্বারা জ্ঞান চর্চা, অনুশীলন বা অভ্যাসের মাধ্যমে কোন বিশেষ কর্মে দক্ষতা অর্জন বা কোন কিছু আয়ত্ত করাকে বুঝায়। আবার এর দ্বারা জ্ঞান ও অভিক্ষতা অর্জন বা কোন বিধি-নিষেধ পালনের কথাও বুঝায়। এমনকি অন্যায় বা অবাঞ্ছনীয় কাজের জন্যে শাস্তিদানের কথাও এ 'শিক্ষা' শব্দটি দ্বারা প্রকাশ পায়। যেমন, কাউকে উচিত শিক্ষা দেওয়া অর্থাৎ শাস্তিদান করা বুঝায়। তাহলে দেখা যায়, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 'শিক্ষা' শব্দটিকে ব্যবহার করা যায়।

এখন আমরা 'শিক্ষা' শব্দের প্রকৃত অর্থ অনুধাবনের জন্য ইংরেজি অভিধানের সাহায্য গ্রহণ করতে পারি। 'শিক্ষা' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসেবে 'Education' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। 'Education' শব্দটি ইংরেজি ভাষায় এসেছে ল্যাটিন ভাষা থেকে। ল্যাটিন ভাষায় তিনটি মৌলিক শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়, যথা 'Educatum' 'Educere' এবং 'Educare'। প্রথমটি অর্থাৎ 'Educatum' শব্দটির অর্থ শিক্ষা কর্ম (Act of teaching) বা শিক্ষকতা। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ Educere শব্দের অর্থ লালন-পালন করা (To bring up) বা প্রয়োজন অনুসারে প্রশিক্ষণ দেওয়া (To train)। তৃতীয়টি অর্থাৎ Educare শব্দটির সমার্থ হল প্রকাশ করা (To Lead out) বা বিকাশ ঘটানো (To draw)। উপরের তিনটি ল্যাটিন শব্দের ভাবগত অর্থ ইংরেজি Education শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

বুৎপত্তিগত অর্থের বিবেচনায় Education বা শিক্ষা শব্দের তিনটি অর্থ প্রকাশিত হয়। প্রথমটি-অর্থাৎ Educatum মূলতঃ শিক্ষকতার নীতি ও পদ্ধতির অর্থ প্রকাশ করে। দ্বিতীয়টি-অর্থাৎ Educere শব্দটিতে পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে শিশুকে তৈরি করার ভাবার্থ সুস্পষ্ট। তৃতীয়টি-অর্থাৎ Educare-এর মাধ্যমে শিক্ষার অর্থ বলতে অন্তর্র্নিহিত শক্তির বিকাশ। অর্থাৎ ব্যক্তির সুপ্ত সম্ভাবনার বাস্তবায়নকে বুঝানো হয়।

সংকীর্ণ ও ব্যাপক অর্থে শিক্ষা

বাংলায় 'শিক্ষা' এবং ইংরেজিতে Education শব্দ দ্বয়ের অর্থ খুঁজতে গিয়ে দু'টি দৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধান পাওয়া গেল, যথা- ব্যাপক অর্থে শিক্ষা এবং সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা। এখন আমরা এ দু'টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব:

সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা

সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা বলতে প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে বুঝায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আনুষ্ঠানিক উপায়ে শিক্ষকের সহায়তায় নির্বাচিত পাঠক্রম অনুসারে এ শিক্ষাদান করে। শিক্ষার্থী এ প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট পাঠ্য বিষয়ে জ্ঞান ও কুশলতা অর্জন করে। শিক্ষার্থীকে ডিগ্রী গ্রহণের উপযুক্ত করে তোলাই এ ধরণের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষাকে অনেকে প্রক্রিয়া (Process) এবং উৎপাদন (Product) হিসেবেও বিবেচনা করেন। একথা মনে করা হয় যে, শিক্ষা হল আমাদের জ্ঞান, কৌশল বা দক্ষতা, আদর্শ, মূল্যবোধ, বাঞ্ছনীয় দৃষ্টিভঙ্গী ইতাদির বিকাশ ঘটানোর প্রক্রিয়া (Process)। এ ক্ষেত্রে পূর্ব নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণের দিকে লক্ষ্য রেখে যে শিক্ষণ প্রক্রিয়া পরিচালনা করা যুক্তিযুক্ত তার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। আবার উদ্দেশ্য পুরণ কতটুকু হল অথবা কি কি উদ্দেশ্য সার্থক হল তার উপর গুরুত্ব প্রদান করে বলা হয় শিক্ষা হল উৎপাদন (Product)। অর্থাৎ শিক্ষা হল জ্ঞান, দক্ষতা, আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গী, মূল্যবোধ ইত্যাদি সৃষ্টি করার সামগ্রিক ফলাফল।

ব্যাপক অর্থে শিক্ষা

ব্যাপক অর্থে শিক্ষা জীবনের সাথে গভীরভাবে যুক্ত। শিক্ষা ও জীবন এক্ষেত্রে সমার্থক। মানব জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ শিক্ষা বিরামহীন প্রক্রিয়ায় পরিচালিত হয়। তাই এ শিক্ষা আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মধ্যে অর্থাৎ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে প্রতিক্ষণে নতুন নতুন যত অভিজ্ঞতাই মানুষ সঞ্চয় করে তার সবই শিক্ষার আওতাভুক্ত। শিক্ষার ব্যাপক অর্থের বিচার যে কোন নিরক্ষর মানুষও কার্যকরী অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে শিক্ষিত হিসেবে গণ্য হতে পারে। তবে অভিজ্ঞতা তখনই স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাই ব্যাপক অর্থে ব্যক্তির মন, চরিত্র অথবা শারীরিক সামর্থ্য প্রসঙ্গে কোন গঠনমূলক উপযোগিতা আছে এমন যে কোন কর্ম বা অভিজ্ঞতাকে শিক্ষা বলা হয়।

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীর বক্তব্য

বহুকাল ধরে দার্শনিকগণ শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁদের চিন্তাধারা বা মতবাদ প্রকাশ করে আসছেন। কিন্তু অদ্যাবধি শিক্ষার কোন সার্বজনীন সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়নি। শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কেও দার্শনিক-শিক্ষা চিন্তাবিদদের মধ্যে বিভিন্ন ধারণা রয়েছে।

গ্রীক দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ সক্রেটিসের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হল 'সত্যের আবিষ্কার ও মিথ্যার অপনোদন।'

দার্শনিক প্লেটো বলেছেন, 'মনের ও দেহের পরিপূর্ণ উন্নতি ও বিকাশ সাধনের জন্যে প্রয়োজনীয় সবকিছুই শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে পরিগণিত।'

এরিস্টটল অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, 'ধর্মীয় অনুশাসনের অনুমোদিত কার্যকলাপের মাধ্যমে সুখ আহরণই শিক্ষার উদ্দেশ্য।'

চিন্তাবিদ জন লক অত্যন্ত জোরালো ভাষায় বলেছেন, 'শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সুস্থ দেহে সুস্থ মন প্রতিপালনের নীতিমালা আয়ত্তকরণ।'

শিক্ষা-চিন্তাবিদ হার্বার্ট মনে করেন, 'শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিশুর মধ্যে সুকায়িত সম্ভাবনা ও অনুরাগের পূর্ণ বিকাশ এবং তার নৈতিক চরিত্রের কাঙ্ক্ষিত আত্মপ্রকাশ।'

শিশু শিক্ষাবিদ ফ্রোয়েবেল মন্তব্য করেছেন, 'শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে একটি সুন্দর, বিশ্বাসযোগ্য ও পবিত্র জীবনের উপলব্ধি।'

শিক্ষাবিদ পার্কারের মতে, একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে সমাজে আত্মপ্রকাশের জন্যে যে সমস্ত গুণ নিয়ে শিক্ষার্থী পৃথিবীতে এসেছে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সে সকল গুণের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন।

বাংলাদেশে শিক্ষার উদ্দেশ্য

শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য দেশ-কাল নির্বিশেষে অভিন্ন হলেও কোন দেশের ভৌগলিক অবস্থান, সামাজিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি সে দেশের শিক্ষার বিশেষ উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে। এ সব ক্ষেত্রে পার্থক্যের কারণে এক দেশের শিক্ষার বিশেষ উদ্দেশ্যের সাথে অন্য দেশের শিক্ষার বিশেষ

উদ্দেশ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এজন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন কিংবা চীনের শিক্ষার বিশেষ উদ্দেশ্য এবং বাংলাদেশের শিক্ষার উদ্দেশ্যের মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশ একটি অতি জনসংখ্যা অধ্যুসিত এবং অনুন্নত অর্থনীতির দেশ। ধর্মীয় চেতনা, সামাজিক সম্পর্ক ও রক্ষণশীলতার পরিবেশ গড়ে তুলেছে। তবুও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা ও সমৃদ্ধি অর্জনের অভিপ্রায়ে শিক্ষার কতকগুলো বিশেষ উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। যেমন-

- ব্যক্তির সৃজনশীলতার বিকাশ
- সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষাদান
- সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন উপযোগী মান, দক্ষতা ও নৈপুণ্য সৃষ্টি
- দেশের প্রতি শ্রদ্ধা, নৈতিক বোধ, সততা, মানবিক গুণ ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ ইত্যাদি নৈতিক গুণের বিকাশ।
- দেশপ্রেম ও সুনাগরিকের গুণাবলীর বিকাশ সাধন।

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি তাদের রিপোর্টের প্রথম খন্ডে বাংলাদেশের সামাজিক পটভূমির প্রেক্ষিতে যে কয়টি বিশেষ উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করেছে তা হলো:

- ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উপর গুরুত্ব
- মানবিক ও সামাজিক গুণের বিকাশ
- বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার
- কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ
- জীবন ও পরিবেশ কেন্দ্রীক শিক্ষা
- সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ এবং
- পরিবার ও সমাজের প্রতি দায়িত্বশীলতা

সারকথা: শিক্ষা শব্দটির দ্বারা চর্চা, অনুশীলন বা অভ্যাসের মাধ্যমে কোন বিশেষ কর্মে দক্ষতা অর্জন বা কোন কিছু আয়ত্ত করা বুঝায়। আবার এর দ্বারা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন বা কোন বিধি নিষেধ পালনের কথাও বুঝায়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন নতুন যত অভিজ্ঞতাই মানুষ সঞ্চয় করে তা সবই শিক্ষার আওতাভুক্ত। শিক্ষার আসল কথা হল মানুষের অর্ন্তনিহিত শক্তির বিকাশ। শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য দেশ-কাল নির্বিশেষে অভিন্ন হলেও কোন দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে সে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষ উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন
সঠিক উত্তরটি লিখুন

১. শিক্ষা শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে-
ক. হিন্দি
খ. সংস্কৃত
গ. বাংলা
ঘ. উর্দু।

২. কোন ভাষা থেকে ‘Education’ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে?
ক. জার্মান
খ. ইতালি
গ. ফরাসি
ঘ. ল্যাটিন।

৩. সক্রেটিসের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হল।
ক. নিজেকে জানা
খ. মনের উন্নতি
গ. আত্মার বিকাশ
ঘ. সত্যের আবিষ্কার।

৪. শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ‘সুস্থ দেহে সুস্থমন’ কথাটি কে বলেছেন?
ক. প্লেটো
খ. এরিস্টটল
গ. জন লক
ঘ. সক্রেটিস।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন
১. ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে কি বুঝায়?
২. শিক্ষার গুরুত্ব কী?

রচনামূলক প্রশ্ন
১. শিক্ষা সম্পর্কে মনীষীদের বক্তব্য আলোচনা করুন।
২, সুনাগরিক সৃষ্টিতে শিক্ষার ভূমিকার বর্ণনা দিন।

উত্তরমালাঃ ১. খ, ২. ঘ, ৩. ঘ ও ৪. গ

সহায়ক গ্রন্থ
১. মোহাম্মদ আজহার আলী, হোসনে আরা বেগম, শিক্ষানীতির স্বরূপ।

পাঠ-২

সিভিক এডুকেশন
Civic Education

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সিভিক এডুকেশন কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সিভিক এডুকেশনের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সিভিক এডুকেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সিভিক এডুকেশন পাঠের প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবেন।

সিভিক এডুকেশন

সিভিক এডুকেশনের মূলতঃ দু'টি ধারণা আছে যার প্রথমটিতে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সুনাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং দ্বিতীয়টিতে নাগরিকের নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আদর্শের সামগ্রিক সমন্বয়ের উপর জোর দেয়া হয়। প্রখ্যাত শিক্ষাবিষয়ক গবেষক হ্যারিস (Harris) তার 'Encyclopedia of Educational Research' শীর্ষক গ্রন্থে সিভিক এডুকেশনের সংজ্ঞা নির্ধারণ প্রসঙ্গে দু'টি প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রথম প্রক্রিয়ায় সুনাগরিকের পাঁচটি গুণের উপর ভিত্তি করে Civic Education পরিচালিত হয়। গুণগুলো নিম্নরূপ:

- সুনাগরিক মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন মেটানোর গুরুত্ব সম্পর্কে সর্বদা সচেতন এবং ব্যক্তি মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য তৎপর;
- সুনাগরিক সর্বদা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বস্ত;
- সুনাগরিক গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থ্য় স্বীকৃত মানবিক সম্পর্ক নিজের জীবনের অনুশীলনে অকুন্ঠ;
- সুনাগরিক সমকালীন সামাজিক সমস্যা সমাধানে সহায়তা দানে সদা তৎপর; এবং
- গণতান্ত্রিক জীবন প্রক্রিয়ায় একজন সুনাগরিক নিজে যেমন অভ্যস্ড় থাকেন ঠিক তেমনি এরূপ জীবন প্রক্রিয়ার মানোন্নয়নে সে তার দক্ষতা, সামর্থ্য, সর্বোপরি জ্ঞান ব্যবহারে অগ্রসরমান।
- দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় Civic Education -এ সুনাগরিকের গুণাবলীর সঙ্গে বহুবিধ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো:
- সুনাগরিক জনগণের সুযোগ-সুবিধার উন্নয়নের আশা করে,
- সুনাগরিক সংবিধানে স্বীকৃত মানবিক অধিকার এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির মর্যাদা দেয়;
- সুনাগরিক দেশের আইন এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাদির মূল্যায়ন করে এবং এ বিষয়ে উচ্চ ধারণা পোষণ করে;
- সুনাগরিক অনুধাবন করতে পারে যে অদূর ভবিষ্যতে জনগণের শাসন অন্য যে কোন ধরনের শাসন অপেক্ষা উন্নততর হবে;
- সুনাগরিক বিশ্বাস করেন যে রাষ্ট্রকে কর দান করা হলো সমষ্টিগত পরিসেবার অংশ এবং যথাসময়ে কর প্রদান করা তাই একজন সুনাগরিকের অবশ্য কর্তব্য।

সিভিক এডুকেশনের মধ্যদিয়ে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক মূল্যবোধ শক্তিশালী হয়

অতএব বলা যায় প্রথম প্রক্রিয়ায় Civic Education হলো গণতন্ত্রের জন্য শিক্ষা (Education for Democracy) এবং দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় সুনাগরিক হওয়ার একটি দৃষ্টিভঙ্গী, যার সাথে কতিপয় সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত। তা'হলে 'সিভিক এডুকেশন' হলো নাগরিকের সেই শিক্ষা, যে শিক্ষার মাধ্যমে সে রাষ্ট্রের প্রতি কতিপয় দায়িত্ব ও কতর্ব্য পালনে সচেষ্ট হয় যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক মূল্যবোধ শক্তিশালী হয় এবং রাষ্ট্র ও নাগরিক পরস্পরের নিকট একধরনের দায়বদ্ধতার সম্পর্ক তৈরী করে।

সিভিক এডুকেশনের ক্রমবিকাশ

প্রাচীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্রে যখন প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (Dircet Democracy) চালু ছিল তখন থেকেই শিক্ষা বিষয়ক দার্শনিকরা যেমন সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল প্রমুখ সিভিক এডুকেশনের কথা বলে এসেছেন। পরবর্তীতে ফরাসি দার্শনিক রুশো (১৭১২-১৭৭৮), সুইজারল্যান্ডে জন্মগ্রহণকারী শিক্ষাবিদ জোহান হেনরিক পেস্টালৎসী (১৭৪৬-১৮২৭) এবং তার মতাদর্শের অনুসারী ফ্রোয়েবল, হার্বার্ট ও ফিচসহ আমেরিকার শিকাগো স্কুলের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ জন ডিউট (১৮৫৯-১৯৫২) প্রমুখ সিভিক এডুকেশনের গুরুত্বের কথা খুব জোরেসোরে বলতে শুরু করেন। গ্রীক নগররাষ্ট্রগুলোতে উন্নত সংস্কৃতি ছিল এবং তা থাকার ফলে যুক্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিভিক এডুকেশন, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান তখন দার্শানিকদের আলোচনার মুখ্য বিষয় ছিল। সক্রেটিস নগররাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রজ্ঞা, নৈতিকতা, কুসংস্কারহীনতা, সত্য উদ্ঘাটন ইত্যাদির বিস্তারিত আলোচনার মধ্যদিয়ে সিভিক এডুকেশনের গুরুত্ব তুলে ধরার চেষ্টা করেন। পরবর্তীতে সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো নগররাষ্ট্রের নাগরিকদের মূল্যবোধ, বিজ্ঞতা, কর্তব্য পরায়ণতা, রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রভৃতি মানবিক গুণের উপর ভিত্তি করে সিভিক এডুকেশনের বিষয়বস্তু নির্ধারণের প্রচেষ্টা চালান। একইভাবে পে- টোর উত্তরসূরী এরিস্টটল জ্ঞানের প্রসারতা, মৌলিকত্ব ও তার প্রভাব সম্পর্কিত আলোচনার মধ্যদিয়ে সিভিক এডুকেশনের ভিত গড়ে দেন।

তাই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের যুগ শেষে আজকের পরোক্ষ গণতন্ত্রে (Indirect Democracy) সিভিক এডুকেশনের গুরুত্ব বিন্দুমাত্র কমেনি বরং আধুনিক গণতান্ত্রিক জাতিরাষ্ট্রসমূহে সিভিক এডুকেশন নতুন মাত্রা লাভ করেছে।

রাষ্ট্রযন্ত্রে প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন সমস্যা উদ্ভূত হওয়ার মধ্যদিয়ে নাগরিক সচেতনতা যত বৃদ্ধি পেয়েছে, সিভিক এডুকেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আরো বিস্তার লাভ করেছে।

সিভিক এডুকেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সিভিক এডুকেশনের লক্ষ্য হলো একটি রাষ্ট্রে সুনাগরিক সৃষ্টি করা

- সিভিক এডুকেশনের লক্ষ্য হলো একটি রাষ্ট্রে সুনাগরিক সৃষ্টি করা এবং সমাজের প্রগতিশীলতার বিকাশকে সম্পূর্ণ করা। রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক যেন জাতীয় আদর্শ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ঐতিহ্যের প্রতি অনুরক্ত হয় এবং স্বদেশ ও তার জনগণের কল্যাণ চেতনায় দেশপ্রেমিক নাগরিক হয়ে গড়ে উঠে।
- সিভিক এডুকেশনের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবোধ, সাম্য, মৈত্রী, সহনশীলতা, সামাজিক ন্যায়বিচার, দেশপ্রেম, শ্রমের মর্যাদা, পারস্পরিক সমঝোতা ও শ্রদ্ধা প্রভৃতির প্রতি যাতে নাগরিকের মমত্ববোধ তৈরি হয় এবং সমস্তজীবনে এর সম্যক প্রতিফলন ঘটে, তা সিভিক এডুকেশনের অন্যতম লক্ষ্য।
- মৌলিক মানবাধিকারের স্বরূপ, স্বাধীনতার সঠিক অর্থ, মানবসত্তার প্রকৃত মর্যাদাবোধ ইত্যাদি আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় কীভাবে নির্ধারিত হয় এ ব্যাপারে নাগরিককে সুস্পষ্ট ধারণা সিভিক এডুকেশনের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।
- সামাজিক অগ্রগতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক প্রগতির সঙ্গে নাগরিক সমাজকে সংযুক্ত করাও সিভিক এডুকেশনের অন্যতম উদ্দেশ্য।
- স্বাধীন চিনতা, সৃজনশীলতা, সংগঠনক্ষমতা ও নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশের উপর সিভিক এডুকেশন জোর দেয়। অনুকরণ প্রবণতা, আত্মবিস্মৃতি ও চিন্তাক্লিষ্টতা ইত্যাদি পরিহারের মাধ্যমে আত্ম-উপলব্ধি, অনুসন্ধিৎসু মনন নির্মাণ, স্বাধীনভাবে সত্যানুসন্ধানের প্রতি নাগরিকের দৃষ্টি আকর্ষণের জোর প্রচেষ্টা চালায় সিভিক এডুকেশন।

উপর্যুক্ত উদ্দেশ্যসমূহ ছাড়াও সিভিক এডুকেশন রাষ্ট্রের ধর্মীয় নীতি, জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার কথা বলে। সর্বোপরি বলা যেতে পারে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বসবাসকারী নাগরিকমন্ডলীর জন্যে রাষ্ট্রীয় নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং সুসমন্বিত মানবজীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ বিকাশের ব্যবস্থা করাই সিভিক এডুকেশনের মূল উদ্দেশ্য।

সিভিক এডুকেশনের প্রয়োজনীয়তা

বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে গণতন্ত্রের সঙ্গে নাগরিকদের বন্ধন বেশি শক্তিশালী বলা যেতে পারে। ঐসকল দেশে নাগরিকদের সমাজস্বীকৃত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনে রাষ্ট্র সর্বদাই চেষ্টা চালায়। এ প্রচেষ্টাটাই হলো নাগরিকদের সিভিক এডুকেশন দেয়া।

সিভিক এডুকেশন ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আর্থিক বিষয়ের পরিপূর্ণ বিকাশ চায়, এ ছাড়াও চার ধরনের নাগরিকতার মাধ্যমে ব্যক্তিকে পূর্ণাঙ্গরূপে দেখতে চায়। এই চার ধরনের নাগরিকতা হলোঃ পরিবারের নাগরিকতা, বিদ্যালয়ের নাগরিকতা, দেশের নাগরিকতা এবং আন্তর্জাতিক নাগরিকতা। এখানেই সিভিক এডুকেশনের অনস্বীকার্যতা প্রকাশ পায়।

সিভিক এডুকেশন ব্যক্তির মনপ্রাণ ও কর্মকে গণতান্ত্রিক আদর্শের দ্বারা সিঞ্চিত করে প্রত্যেক ব্যক্তিকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রকৃত নাগরিক গড়ে তোলে। গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মূল্যবোধে সিক্ত নাগরিক নিজের এবং অন্যের স্বার্থ, অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সমভাবে সচেতন হয়। রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সমস্যার সমাধানকল্পে সচেতন অংশগ্রহণে তৎপর হয়। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ নাগরিকের থাকে অফুরন্ত আত্মবিশ্বাস ও সুন্দর বিশ্ব গড়ে তোলার স্বপ্ন।

সারকথাঃ

সিভিক এডুকেশন নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। সিভিক এডুকেশনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক জাতীয় আদর্শ ও ঐতিহ্যের প্রতি অনুরক্ত এবং দেশ প্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠে। গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধনই সিভিক এডুকেশনের প্রধান লক্ষ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন
সঠিক উত্তরটি লিখুন

১. সিভিক এডুকেশন হলো-
ক. মানবতার শিক্ষা
খ. চরিত্র গঠনের শিক্ষা
গ. আদর্শ শিক্ষা
ঘ. গণতন্ত্রের বিকাশ।

২. সিভিক এডুকেশনের ভিত গড়েন কে?
ক. সক্রেটিস
খ. প্লেটো
গ. এরিস্টটল
ঘ. রুশো।

৩. Encyclopedia of Educational research গ্রন্থের লেখক কে?
ক. হ্যারিশ
খ. জোহান হেনরিক
গ. জন ডিউই
ঘ. রুশো।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন
১. সিভিক এডুকেশন বলতে আপনি কি বুঝেন?
২. সিভিক এডুকেশনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন
১. সিভিক এডুকেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা করুন।

উত্তরমালাঃ ১. ঘ, ২। গ, ৩। ক

সহায়ক গ্রন্থ
Robert Ulich, History of Educational Thought, New York, The American Book Company, 1950
Cortcr V. Good. Dictionary of Education, New York, The Mcgraw Hill Book Company, 1951

পাঠ-৩

দূরশিক্ষণ
Distance Education

উদ্দেশ্য
এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- দূরশিক্ষণ কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- দূরশিক্ষণের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- মড্যুলার পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- কোর্স টীম কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।

বর্তমান বিশ্বে শিক্ষা এখন শুধু শিক্ষক ও শ্রেণীকক্ষ কেন্দ্রীক নয়। রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, টেলিযোগাযোগ, ডাক ব্যবস্থা এবং অডিও-ভিডিও ক্যাসেট প্রভৃতি আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে নিয়ে এসেছে মানুষের দোরগোড়ায়। দক্ষ ও মেধাবী শিক্ষককে দিয়ে একসঙ্গে হাজার হাজার মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা এবং জ্ঞানের ব্যাপারে প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে দূরশিক্ষণ শিক্ষা পদ্ধতির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

দূরে বসে শেখার কাজটি মূলত নিজে নিজে শেখারই কাজ।

মানুষের নিরলস গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনার ফসল হচ্ছে দূরশিক্ষণ শিক্ষাপদ্ধতি। দূরশিক্ষণ বলতে সাধারণ অর্থে দূরে বসে শেখার কাজটিকে বুঝানো হয়। এই দূরে বসে শেখার কাজটি মূলত নিজে নিজে শেখারই কাজ। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা প্রধানত শ্রেণীকক্ষে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর নৈকট্য বা সান্নিধ্য এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শিক্ষক এখানে ছাত্র-ছাত্রীর সামনে সরাসরি পাঠ-উপস্থাপন করেন। দূরক্ষিণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা মূলত নিজে পড়ে নিজে শিখেন। শিক্ষকের সশরীরে উপস্থিতি কিংবা সরাসরি সহযোগিতা প্রদানের সুযোগ এখানে কম।

দূরশিক্ষণ ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা বিশেষভাবে লিখিত পাঠ্য বই পড়ে। টিউটোরিয়াল ক্লাসে যোগ দিয়ে, টিভি বা রেডিওর মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান দেখে বা শুনে শিক্ষালাভ করে থাকেন। সার্বক্ষণিক শিক্ষকের প্রয়োজন যেন না থাকে সে উদ্দেশ্যেই স্বশিক্ষণ পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়। আমরা বলতে পারি বিশেষভাবে তৈরি উপকরণের মাধ্যমে যে শিক্ষা প্রদান করা হয় থাকে তাকে দূরশিক্ষণ বলা হয়। দূরশিক্ষণ পদ্ধতির মূল কথা হল ঘরে বসে পাঠ শেখা। শিক্ষার্থী সুবিধামত আপন গতিতে পড়াশুনা করবেন।

দূরশিক্ষণের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ উন্মুক্ত করে;
- শিক্ষার বিষয় ও সময় অনেক প্রসারিত;
- শিক্ষার্থীর দায়িত্ব ও স্বাধীনতা অনেক বেশি;
- শিক্ষকের সান্নিধ্য প্রায় অনুপস্থিত;
- সহপাঠীদের সাথেও যোগাযোগ কম;
- বিশেষভাবে এডুকেশনাল টেকনোলজির ব্যাপক ব্যবহার;
- বিশেষভাবে লেখা বইগুলো শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে;
- নিজের সুযোগ ও সময়মত পড়া।

মড্যুলার পদ্ধতি

মড্যুল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ পাঠসামগ্রী।

শিক্ষাদান পদ্ধতি আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টায় মড্যুলার পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। মড্যুলার পদ্ধতি একটি দূরশিক্ষণ পদ্ধতি। দূরশিক্ষণ ও মড্যুলার পদ্ধতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। স্বশিক্ষণ পাঠের জন্য বইগুলো মড্যুলার পদ্ধতিতে লিখা হয়। মড্যুল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ পাঠসামগ্রী। এতে

পাঠ্য বিষয় এমনভাবে সাজানো থাকে যাতে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু সহজে আয়ত্ত করতে পারে। এ পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বইগুলো একাধারে পাঠ্যবই ও শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে। বইগুলোতে পাঠ, বাড়ির কাজ মূল্যায়ন এমনকি পরীক্ষার প্রস্তুতির বিষয় এমনভাবে লেখা থাকে যে মনে হয় শিক্ষার্থীকে একটি নির্দিষ্ট ছকে ফেলে পাঠদান করা হচ্ছে। তাই মড্যুল পদ্ধতিতে লেখা বইগুলোকে Programmed বই বলা চলে। এখানে শিক্ষার্থীকে পাঠে আগ্রহী, পাঠ অনুধাবনে সহায়তা, পাঠের দৈনন্দিন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও শিক্ষা গ্রহণ সম্পূর্ণ করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকবে।

এ ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী নিজের চেষ্টায় শিখতে পারে এবং নিজের শেখার সময় অনুযায়ী শেখার স্বাধীনতা লাভ করে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে মড্যুল হচ্ছে নিজে নিজে শেখার একটি সুন্দর স্বশিক্ষণ পদ্ধতি। পাঠ সামগ্রী শেখার সময় মনে রাখতে হবে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করার জন্যে শিক্ষক বা অন্যকোন বিজ্ঞ ব্যক্তির উপস্থিতি নেই। এ জন্যে পাঠগুলোকে সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় রচনা করতে হয়। পাঠসামগ্রীর গুণগত মানের দিকেও লেখককে অবশ্য লক্ষ্য রাখতে হবে। পাঠ বিণ্যাস সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন বিষয়বস্তু সহজ থেকে কঠিনের ক্রম অনুসারে সাজানো হয়। এতে শিক্ষার্থী এক পাঠ থেকে পরবর্তী পাঠে যাওয়ার জন্যে আগ্রহী হবেন।

মড্যুল হচ্ছে একটি সুন্দর স্বশিক্ষণ পদ্ধতি।

একটি ভাল মড্যুলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত বলে শিক্ষাবিদগণ মনে করেন

- মড্যুল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ পাঠসামগ্রী;
- মড্যুল শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহ সৃষ্টি করবে;
- মড্যুল বাস্তব জীবনের সাথে সম্পৃক্ত হবে;
- মড্যুলের ভাষা সহজ সরল, সঠিক ও সুস্পষ্ট হবে;
- উপস্থাপনায় ছবি, চার্ট গ্রাফের ব্যবস্থা করা উচিত;
- প্রশিক্ষণ সামগ্রী এমন হতে হবে যাতে শিক্ষার্থী প্রতিটি ধাপ পাঠ করার পর মূল্যায়ন করতে পারে;
- বিষয়বস্তু ছোট ছোট পাঠে সাজাতে হবে।

স্বশিক্ষণ পাঠসামগ্রীর লেখার ধরন প্রচলিত পাঠসামগ্রীর চেয়ে একটু ভিন্নতর হয়ে থাকে। মড্যুলার পদ্ধতিতে পাঠের বিষয়বস্তুকে কয়েকটি ইউনিটে ভাগ করা হয়। ইউনিট হলো একটি অধ্যায়।
তিন ক্রেডিটের কোর্সকে ৯-১২টি ইউনিটে ভাগ করা হয়। ইউনিটের সাধারণ উদ্দেশ্য তিনটি:
১. জ্ঞান, ২. দক্ষতা ও ৩. দৃষ্টিভংগী।

ইউনিটগুলোকে কয়েকটি পাঠে সুবিন্যস্ড় করা হয়। ইউনিটের শুরুতে থাকে ভূমিকা এবং পাঠের শুরুতে থাকে উদ্দেশ্য। একটি পাঠে ৪০-৪৫ মিনিট সময় লাগবে বলে ধরে নেয়া হয়। শিক্ষার্থীদের কাছে একটি পাঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রথাগত ক্লাসের সমান ধরা হয়। এ হিসাবে ৪৫ মিনিটের ১৫টি পাঠ নিয়ে একটি ক্রেডিট ঘণ্টা নির্ধারিত হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন একটি পাঠ অতিরিক্ত বড় না হয়। প্রতিটি পাঠের শুরুতে লেখককে পাঠের উদ্দেশ্য লিখতে হয়। এ উদ্দেশ্যকে আচরণিক উদ্দেশ্য বলা হয়। নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু আয়ত্ব করলে শিক্ষার্থী কি জানতে পারবে তা বিশেষভাবে লেখা থাকবে।

কোর্স টীম

দূরশিক্ষার জন্যে লিখিত পাঠসামগ্রী সাধারণত একটি দলবদ্ধ প্রচেষ্টার ফল। এ দলকে কোর্স টীম বলা হয়। কোর্স লেখক, সমন্বয়কারী, রচনাশৈলী সম্পাদক, রেফারী, গ্রাফিক ডিজাইনার ও কম্পিউটার অপারেটর প্রমুখ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে কোর্স টীম গঠন করা হয়।

দূরশিক্ষার জন্যে লিখিত পাঠসামগ্রী সাধারণত একটি দলবদ্ধ প্রচেষ্টার ফল

১. **সমন্বয়কারী:** বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যনতরীন একজন শিক্ষক এই দায়িত্বে থাকেন। তিনি কোর্সটির সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন এবং গুণগত মানের দিকে লক্ষ্য রাখেন।
২. **কোর্স লেখক:** কোর্স লেখক হবেন কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। তিনিই প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকেন।

৩. **রচনাশৈলী সম্পাদক:** লেখকের কাছ থেকে কোর্সের পান্ডুলিপি সংগ্রহ করা থেকে বইটির চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার কাজটি করেন রচনাশৈলী সম্পাদক।

৪. সম্পাদনা: একটি বইয়ের গুণগত মান নির্ভর করে সম্পাদকের উপর। পাঠ সামগ্রীর যথার্থ কিনা উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা, বিন্যাসক্রম যোগসূত্র ও শিরোনাম অর্থপূর্ণ কিনা এ বিষয়গুলো সম্পাদক যাচাই করেন। নিম্নে বিষয়গুলো সম্পাদনার অন্তর্ভুক্ত:

- উদ্দেশ্য ও পাঠের গ্রহণ যোগ্যতা যাচাই করা।
- তথ্যের শুদ্ধতা যাচাই করা।
- বানানের শুদ্ধতা।

৫. **রেফারি:** রেফারি কোর্সের বিষয়বস্তু যথার্থ কিনা এ ব্যাপারে রেফারি মতামত দিয়ে থাকেন। রেফারী একজন বিষয় বিশেষজ্ঞ।

৬. **গ্রাফিক ডিজাইনার:** বইয়ের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনীয় ছবি, চিত্র, গ্রাফ, কার্টুন এ সব ব্যাপারে লেখককে পরামর্শ ও সহায়তা দান করে থাকেন।

৭. **কম্পিউটার অপারেটর:** বইয়ের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আধুনিক পদ্ধতিতে কম্পিউটার কম্পোজ এবং অলংঙ্করণ করে থাকেন।

এভাবে কোর্স টীমের মাধ্যমে গুণগত ও মানসম্মতভাবে বই এর কাজ সম্পন্ন করা হয়।

সারকথাঃ
বর্তমান দুনিয়ায় দূরশিক্ষণ শিক্ষা পদ্ধতির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দূরক্ষিণ পদ্ধতিতে মুদ্রিত পাঠসামগ্রী এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে যেন শিক্ষার্থী নিজের চেষ্টায় পড়া-লেখা করে শিক্ষনীয় বিষয় শিখতে পারে। শেখার ব্যাপারে শিক্ষক বা বিশেষজ্ঞদের সাহায্য সহযোগিতা শিক্ষার্থীগণ সাধারণত খুব একটা পায় না। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের শেখার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। তাদের শেখার জন্যে লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি বা প্রতিষ্ঠানের সুযোগ সুবিধা উন্মুক্ত থাকবে। শিক্ষার্থীরা নিজের উদ্যোগে সে সকল সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে নিজেরা শিক্ষা সম্পন্ন করবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন

১. দূরশিক্ষণ কাজটি মূলত-

ক. ঘরে বসে শেখার কাজ

খ. নিজে নিজে শেখার কাজ

গ. বই পড়ার কাজ

ঘ. রেডিও শোনার কাজ।

২. মড্যুলার পাঠসামগ্রী কোন ভূমিকা পালন করে ?

ক. শিক্ষকের

খ. বইয়ের

গ. বই ও শিক্ষকের

ঘ. বিদ্যালয়ের।

৩. ইউনিট হল-

ক. একটি পাঠ

খ. একটি অধ্যায়

গ. ভূমিকা

ঘ একটি মড্যুল।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. দূরশিক্ষণ বলতে কি বুঝায় ?

২. দূরশিক্ষণের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।

৩. মড্যুলার পদ্ধতি কাকে বলে?

উত্তরমালা: ১. খ, ২. গ ও ৩. খ।

সহায়ক গ্রন্থ

১. ড. একে এনামুল হক, সালমা করিম
পাঠসামগ্রী প্রণয়ন ব্যবহারিকা, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় -১৯৯৫

২. Walter Perry and Greville Rumble, A Short Guide to Distance Education, Londn: IEC England.

পাঠ ৪ নাগরিকতার স্বরূপ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- নাগরিক ও নাগরিকতা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- দ্বি-নাগরিকত্ব কি– তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নাগরিকতার বিলোপের কারণসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

সাধারণ অর্থে নগরের অধিবাসীকে নাগরিক বলা হয়। যেমন–ইসলামাবাদের নাগরিক, দিল্লীর নাগরিক, ঢাকার নাগরিক ইত্যাদি। কিন্তু জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে নাগরিকের পরিচয় রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করেই নির্ধারিত হয়। যেমন– বাংলাদেশের নাগরিক, পাকিস্তানের নাগরিক, ভারতের নাগরিক ইত্যাদি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিষ্টটলের মতে, সেই ব্যক্তি নাগরিক যে নগর রাষ্ট্রের শাসনকার্যে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর সামনে ছিল নগর রাষ্ট্রের আদর্শ। কিন্তু আধুনিককালে বিপুল জনসংখ্যা বিশিষ্ট জাতীয় রাষ্ট্রে সকল নাগরিকের প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই নাগরিকতার ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে এবং নাগরিকতা শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানকালে যে রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে, রাষ্ট্রকর্তৃক প্রদত্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে এবং বিনিময়ে রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে তাকে নাগরিক বলা হয়।

একটি সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ রাজনৈতিক মর্যাদা ভোগ করে তাই নাগরিকতা।

মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সমাজ ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ও পরিবর্তনের সাথে সাথে নাগরিকতার ধারণাও পরিবর্তিত হয়েছে। একটি সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ যে রাজনৈতিক মর্যাদা ভোগ করে তাই নাগরিকতা। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার যুগে নাগরিকতা ব্যক্তির গুণ ও মর্যাদার সঙ্গে জড়িত ছিল। কিন্তু বর্তমানকালে বা আধুনিক সভ্যতায় রাষ্ট্রের সকল সদস্যই নাগরিকতার সঙ্গে কম-বেশি জড়িত। অধ্যাপক লাস্কির মতে ''নাগরিকতা সার্বক্ষণিক কল্যাণের জন্যে ব্যক্তির সুচিন্তিত বিচার বুদ্ধির প্রয়োগ।''

আধুনিক বিচারে নাগরিকতার বৈশিষ্ট্য

- রাষ্ট্রের সদস্য হওয়া,
- স্থায়ীভাবে বসবাস করা,
- রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা ও আইন মেনে চলা
- রাষ্ট্র প্রদত্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করা
- রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা

নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতিসমূহ

দু'টি পদ্ধতিতে নাগরিকতা অর্জন করা যায়; যথা–

১. জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জন
২. অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা অর্জন

জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জন

যারা জন্মগতভাবে (by birth) নাগরিকতা অর্জন করে তাদেরকে জন্মসূত্রে নাগরিক বলা হয়। জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের দু'টি পদ্ধতি রয়েছে– একটি জন্মনীতি অপরটি জন্মস্থাননীতি।

জন্মনীতি

জন্মনীতি অনুসারে মাতা-পিতার নাগরিকত্ব দ্বারাই সন্তানের নাগরিকত্ব নির্ধারণ করা হয়। এরূপ নাগরিকতা নির্ধারণের মানদন্ড হল রক্তের সম্পর্ক। সন্তান যে স্থানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন মাতা-পিতা যে দেশের নাগরিক সন্তান সে দেশের নাগরিক বলে গণ্য হবে। ইতালি, জাপান, ফ্রান্স, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ নাগরিকতার ক্ষেত্রে জন্মনীতি অনুসরণ করে থাকে।

জন্মস্থাননীতি

জন্মস্থান নীতি অনুসারে জন্মস্থানই সন্তানের নাগরিকত্ব নির্বাচন করে থাকে। এ নীতি অনুযায়ী সন্তান যে রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করে সেই রাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করে। মাতা-পিতার নাগরিকত্ব সন্তানের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করেনা। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে এ নীতি অনুসৃত হয়।

অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা অর্জন

যারা অনুমোদনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব লাভ করে তাদেরকে অনুমোদনসূত্রে নাগরিক বলা হয়। কতকগুলো শর্তসাপেক্ষে অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা অর্জন করা যায়।

ক) বিবাহ করা
খ) দীর্ঘদিন যাবৎ বসবাস করা
গ) চাকুরি গ্রহণ করা
ঘ) সম্পত্তি ক্রয় করা
ঙ) সেনাবাহিনীতে যোগদান করা
চ) ভাষা জানা
ছ) ইচ্ছা প্রকাশ করা ইত্যাদি

দ্বি-নাগরিকত্ব

একজন লোক একই সাথে দু'টি রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়াকে দ্বি-নাগরিকত্ব বলা হয়। জন্মনীতি ও জন্মস্থাননীতি– এই উভয়নীতি প্রচলিত থাকায় দ্বি-নাগরিকত্বের সৃষ্টি হয়। যেমন– ফ্রান্স নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে জন্মনীতি অনুসরণ করে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জন্মস্থান নীতি অনুসরণ করে। ফ্রান্সের কোন সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করলে সে সন্তান ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের উভয় দেশের নাগরিক বলে গণ্য হবে। এভাবে দ্বি-নাগরিকত্বের সৃষ্টি হয়। দ্বি-নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে শিশুর বয়োপ্রাপ্তির পর সে যে রাষ্ট্রের নাগরিক হতে চায় সেই রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে পারে।

নাগরিকতার বিলোপ

নাগরিকতা অর্জনের যেমন বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে, তেমনি কতকগুলো কারণে নাগরিকতা বিলোপ হতে পারে। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কারণে নাগরিকতা বিলুপ্ত হয়ঃ

১। রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ বা ষড়যন্ত্র করলে নাগরিকতা বিলুপ্ত হতে পারে।

২। কোন নাগরিক স্বেচ্ছায় নাগরিকত্ব ত্যাগ করলে তার নাগরিকত্ব লোপ পায়।

৩। সামরিক বাহিনীর কোন লোক রাষ্ট্রদ্রোহীতামূলক কাজ বা গুরুতর অপরাধ করলে তার নাগরিকতা বিলুপ্ত হতে পারে।

৪। কোন নাগরিক দীর্ঘদিন যাবৎ নিজ রাষ্ট্র থেকে অনুপস্থিত থাকলে তার নাগরিকতা লোপ পায়।

৫। কোন স্ত্রীলোক যদি অন্য রাষ্ট্রের নাগরিককে বিয়ে করে তবে সে নিজ দেশের নাগরিকত্ব হারায়। অবশ্য জাপানের কোন মহিলাকে অন্য দেশের পুরুষ বিয়ে করলে তাকে জাপানি নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে হয়। পুরুষ তার নিজ দেশের নাগরিকত্ব হারাবে।

সারকথা :
যে ব্যক্তি রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে, রাষ্ট্রকর্তৃক প্রদত্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে এবং বিনিময়ে রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে তাকে নাগরিক বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন
সঠিক উত্তরটি লিখুন

১। **রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক**
ক. সক্রেটিস
খ. প্লেটো
গ. এরিস্টটল
ঘ. আলেকজান্ডার।

২। **জন্মস্থান নীতি অনুসরণ করে**
ক. ইতালি
খ. পাকিস্ড়ান
গ. যুক্তরাজ্য
ঘ. জাপান।

৩। **জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে নাগরিকের পরিচয় ঘটে–**
ক. সমাজকে কেন্দ্র করে
খ. রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে
গ. নাগরিককে কেন্দ্র করে
ঘ. সংস্থাকে কেন্দ্র করে।

৪। **জন্মনীতি অনুসরণ করে–**
ক. যুক্তরাজ্য
খ. যুক্তরাষ্ট্র
গ. পাকিস্তান
ঘ. ভারত।

রচনামূলক প্রশ্ন
১। নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন
১। দ্বি-নাগরিকত্ব বলতে কি বুঝায়?
২। নাগরিকতা বিলোপের কারণসমূহ লিখুন।

উত্তরমালা: ১. গ, ২. গ, ৩. খ, ৪. গ।

সহায়ক গ্রন্থঃ
১। নির্মল কান্তি ঘোষ, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা (কলিকাতাঃ ছায়া প্রকাশনী ১৯৮৩)

সুনাগরিকের গুণাবলী ও বিশ্বনাগরিকতা

পাঠ ৫

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- সুনাগরিকের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সুনাগরিকের গুণাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিশ্বনাগরিকতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সাধারণভাবে গণতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের জন্য আবশ্যকীয় গুণাবলী যে নাগরিকদের মধ্যে বিদ্যমান তাকে সুনাগরিক বলা হয়। একটি দেশ জাতির সুখ্যাতি ও অগ্রগতিতে সুনাগরিকের গুরুত্ব অপরিসীম। সুনাগরিক দেশ ও জাতির মূল্যবান সম্পদ। একটি রাষ্ট্রের মান-মর্যাদা ও শৌর্য-বীর্যের জলন্ত প্রতীক হলো সুনাগরিকবৃন্দ। এজন্যেই বিভিন্ন চিন্তাবিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ সমাজের সার্বিক কল্যাণে সুনাগরিকের কতকগুলো গুণাবলীর কথা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

সুনাগরিক দেশীও জাতির ও মূল্যবান সম্পদ।

সুনাগরিক ছাড়া সমাজ সুন্দর ও সার্থক হতে পারে না। অধ্যাপক ই, এম, হোয়াইটের মতে সুনাগরিকের গুণাবলী হলো– জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও নিষ্ঠা। সুনাগরিকের গুণাবলী সম্বন্ধে লর্ড ব্রাইসের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে সুনাগরিকের তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক। গুণগুলো হলো বুদ্ধি, আত্মসংযম ও বিবেক। লর্ডব্রাইস ও ইম, এম হোয়াইট সুনাগরিকের বৈশিষ্ট্যের চূড়ান্ত বিশ্লেষণে একই ধরনের উক্তি করেছেন। নিম্নে সুনাগরিকের গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

বুদ্ধি

বুদ্ধিমত্তা সুনাগরিকের একটি বিশেষ গুণ। নাগরিকবৃন্দ বুদ্ধিমান হলে একটি জাতি দ্রুত গতিতে উন্নতি লাভ করতে পারে। আমরা জানি বর্তমান বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন জাপান ও জার্মানীর নাগরিকবৃন্দ বুদ্ধিমত্তা দিয়েই উন্নতির চরম শিখরে অবস্থান করছে। বুদ্ধির দ্বারা মানুষ অচেনাকে চিনতে পারে অজানাকে জানতে পারে এবং অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। সরকারের কর্মকান্ডে, নীতি নির্ধারণে এবং নানাবিধ জটিল সমস্যার সমাধানকল্পে বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান নাগরিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। একমাত্র বুদ্ধিমান নাগরিকই জাতিকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে সক্ষম।

বিবেক

বিবেকবান মানুষ হচ্ছেন আদর্শ নাগরিক। বিবেক মানুষকে অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান দেয়। বিবেকের মাধ্যমেই মানুষ সত্য-মিথ্যা, ন্যায় -অন্যায়, ভাল-মন্দের যাচাই-বাছাই করতে পারে। নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে বিবেক সম্পন্ন নাগরিক হচ্ছে দেশ ও জাতির শক্তি । রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে বিবেক ও প্রজ্ঞা নাগরিকদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। অতএব নাগরিকদের কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালনের জন্য তাদেরকে অবশ্যই বিবেক ও বিচক্ষণতা সম্পন্ন হতে হবে। বিবেকের আহবানে নাগরিক কুপথ ছেড়ে সুপথে পরিচালিত হয়। স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিবেক তার অতন্ত্র প্রহরী হিসেবে কাজ করে।

আত্মসংযম

আত্মসংযম মানুষের একটি মহৎ গুণ। আত্মসংযমী মানুষ লোভ-লালসা, নীচতা- হীনতা, স্বার্থপরতা জয় করে দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে। সমাজের শান্তি ও উন্নতির জন্যে নাগরিককে অবশ্যই আত্মসংযমী হতে হবে। পারিবারিক সামাজিক ও জাতীয় জীবনে একে অন্যের মতামত সহ্য করার সংযম ও সহনশীলতা প্রতিটি নাগরিকের অর্জন করতে হবে। গণতান্ত্রিক সমাজের স্বাধীনতার জন্য নাগরিকদের অবশ্যই সংযমী হতে হবে। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে আত্মসংযমী ও সহনশীল জাতিই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতি। আত্মসংযম শুধু ব্যক্তি জীবনেই নয় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনেও বয়ে নিয়ে আসে শান্তি, সম্প্রীতি আর কল্যাণ।

সুনাগরিকের লক্ষণ হল বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযম।

এ তিনটি মৌলিক গুণাবলী ছাড়াও সুনাগরিককে আরও কতকগুলো সাধারণ গুণাবলী অর্জন করতে হবে। যেমন—

১। সুশিক্ষিত হওয়া;
২। সমাজের ও রাষ্ট্রের নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলা;
৩। নাগরিকের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া;
৪। সহনশীল ও ধৈর্যশীল হওয়া;
৫। রাষ্ট্রের প্রশাসনিক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা;
৬। স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্ব রক্ষা করা;
৭। স্বৈরাচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করা;
৮। দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করা;
৯। সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করা।

বিশ্বনাগরিকতা

আধুনিকযুগে নাগরিকতার ধারণা জাতীয় ও নগর রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বনাগরিকতার রূপ ধারণ করেছে। নাগরিকতার ধারণা আজ সীমিত গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আমরা একদিকে যেমনি একটি রাষ্ট্রের নাগরিক অন্যদিকে আবার বিশ্বনাগরিক। রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে আমরা সকল আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানেরও সদস্য। জ্ঞান-বিজ্ঞানের জয়যাত্রা, তথ্য-প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য অর্জিত হওয়ায় মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তোলার সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে। কোন সচেতন নাগরিকই বিশ্বের সমস্যাবলী সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারে না। পৃথিবীর কোথাও মানবতা বিরোধী কার্যকলাপ সংঘটিত হলে সমগ্র বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ উত্থাপিত হয়। বর্তমান বিশ্বে কোন নাগরিক বা রাষ্ট্র বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করতে পারে না। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্রই আজ সয়ংসম্পূর্ণ নয়। অধ্যাপক লাস্কি এজন্যই নাগরিকদের আন্তর্জাতিকভাবে চিন্তা ভাবনার উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একজন সুনাগরিককে শুধু দেশ ও জাতির কল্যাণের কথা ভাবলেই চলবে না। তাঁকে বিশ্বমানবতার মুক্তি ও শান্তির জন্যে কাজ করতে হবে। একথা সত্য সভ্যতার ক্রমবিকাশে এবং মানব জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিশ্বনাগরিকতার চেতনাবোধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ সুমহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশ্বের মানুষ জাতিসংঘের বিশ্বজনীন আদর্শের প্রতি ঐক্যমত ও আনুগত্য প্রকাশ করছে।

আমরা একদিকে একটি রাষ্ট্রের নাগরিক অন্যদিকে বিশ্বনাগরিক।

সারকথা:
প্রজ্ঞা-দীপ্ত, বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন সচ্চরিত্রবাণ নাগরিকই হল সুনাগরিক। একটি দেশ ও জাতির উন্নতি ও অগ্রগতিতে সুনাগরিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। নাগরিকতার ধারণা আজ সীমিত গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আমরা একদিকে একটি রাষ্ট্রের সদস্য অন্যদিকে আবার বিশ্ব নাগিরিক। সুনাগরিককে অবশ্যই বিশ্ব শান্তি ও কল্যানের জন্য কাজ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ
সঠিক উত্তরটি লিখুন

১। সুনাগরিকের গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন–
   ক. ই. এম. হোয়াইট
   খ. গার্নার
   গ. লাস্কি
   ঘ. গেটেল।

২। বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযম সুনাগরিকের এ তিনটি গুণের কথা বলেছেন কে ?
   ক. লর্ড-ক্লাইভ
   খ. লর্ড-কার্জন
   গ. লর্ড-ব্রাইস
   ঘ. লর্জ-বার্নাডশ।

৩। **শূন্যস্থান পূরণ করুন**
   ক. অধ্যাপক ই. এম. হোয়াইটের মতে সুনাগরিকের গুণাবলী হলো– জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও ----।
   খ. ------------ তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেন।
   গ. বিবেকবান মানুষ হচ্ছেন -----------।
   ঘ. বর্তমান বিশ্বে কোন নাগরিক বা রাষ্ট্র ------ বসবাস করতে পারে না।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ

১। সুনাগরিকের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২। বিশ্বনাগরিকতা কি? ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। সুনাগরিকের গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২। লর্ড ব্রাইস সুনাগরিকের যেসকল গুণাবলীর কথা বলেছেন তা বর্ণনা করুন।

উত্তরমালাঃ ১. ক, ২. গ, ৩. ক-নিষ্ঠা, খ-সুনাগরিক, গ-আদর্শ, ঘ-বিচ্ছিন্নভাবে।

সহায়ক গ্রন্থঃ

১। এমাজউদ্দীন আহমেদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা (ঢাকাঃ বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন, ১৯৯০)
২। নির্মল চন্দ্র ভট্টাচার্য এবং শ্যামন কুমার চক্রবর্তী, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান (কলিকাতাঃ ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল, ১৯৭১)